বিশেষ ক্রোড়পত্র

উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

জনকল্যাণে রাজস্ব

প্রকাশনায়ঃ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) বিভাগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাজস্ব ও সম্ভাবনার নতুন দিগন্তঃ
ভ্যাট ব্যবস্থাপনার অনলাইন সিস্টেম
iVAS (Integrated VAT Administration System) এর
শুভ উদ্বোধন ২৩ মার্চ ২০১৭

ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ, দেশের হচ্ছে উন্নয়ন
VAT Online Project
ভ্যাট দিয়ে গড়ব দেশ, বাংলা হবে সোনার দেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৯ চৈত্র ১৪২৩
২৩ মার্চ ২০১৭

বাণী

মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর হওয়ার প্রাক্কালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ২৩ মার্চ ২০১৭ থেকে ভ্যাট অনলাইন ব্যবস্থার কোর সিস্টেম iVAS (Integrated VAT Administration System) চালু হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের সম্মানিত করদাতাগণসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ভ্যাট প্রশাসন, ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পথে এগিয়ে চলেছে। দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য-আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার জনকল্যাণমুখী ও টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। পরনির্ভরশীলতা পেছনে ফেলে নিজস্ব অর্থায়নে এই সব উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব আহরণের বিকল্প নেই।

সরকারের বাজেট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য রাজস্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক ও আয়কর দেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্বের মূল উপাদান। কর পরিশোধ পদ্ধতি সহজীকরণের মাধ্যমে জনগণকে কর প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য সরকার রাজস্বনীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১২ সালে আধুনিক ও তথ্য প্রযুক্তি-নির্ভর নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন প্রবর্তন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই আইন বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের মাধ্যমে iVAS আজ থেকে কার্যকর হচ্ছে।

এ ব্যবস্থার মাধ্যমে করদাতাগণ ঘরে বসেই নিবন্ধন, কর পরিশোধ, রিটার্ন দাখিল ইত্যাদি কাজ নির্বিঘ্নে ও কম সময়ে করতে পারবেন। এতে একদিকে যেমন ব্যবসার খরচ কমবে, তেমনি সময়ও কম লাগবে। অনলাইনভিত্তিক, সহজ ও স্বচ্ছ এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে একটি হয়রানিমুক্ত ও রাজস্ব-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইনের সফল বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। জনগণ যাতে যথাযথভাবে ভ্যাট প্রদান করতে পারে সে লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় ব্যবসায়ী সমাজের পাশাপাশি জনগণকে সাথে নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। নতুন এই আইন ও ব্যবস্থা করদাতাদের রাজস্ব প্রদানে উৎসাহিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। দেশ ও জনগণের স্বার্থে প্রত্যেক নাগরিককে আধুনিক এই ব্যবস্থার সুবিধা কাজে লাগিয়ে প্রযোজ্য ভ্যাট প্রদান করে তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ভ্যাট অনলাইন ব্যবস্থার কোর সিস্টেম iVAS (Integrated VAT Administration System) এর সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৩ মার্চ ২০১৭

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের উদ্যোগে আজ ২৩ মার্চ ২০১৭ থেকে ভ্যাট অটোমেশনের মূল ভিত্তি iVAS (Integrated VAT Administration System) চালু হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

দেশের জনগণের সার্বিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেই সংগ্রহ করা আবশ্যক। দেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্বের সিংহভাগ আসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তত্ত্বাবধানে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট, আমদানি শুল্ক ও আয়কর খাত থেকে। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন অভিযাত্রায় মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট-এর অবদান উজ্জ্বলভাবে দৃশ্যমান। এই পরোক্ষ কর আহরণের সাথে ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ছাড়াও দেশের ব্যবসায়ী সমাজ ও ভোক্তাগণ অর্থাৎ জনসাধারণের সম্পৃক্ততা ব্যাপক। সর্বস্তরের অংশীজনদের এই কার্যক্রম সরলীকরণ এবং অর্থনৈতিক লেনদেনের স্বচ্ছতা ও সংশ্লিষ্ট সকলের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে অটোমেশনের বিকল্প নেই। এদেশে ভ্যাট ব্যবস্থা ১৯৯১ সাল থেকে চালু হলেও বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন বিচ্যুতির কারণে পুরাতন ভ্যাট আইন দিয়ে এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

এ লক্ষ্যে সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আধুনিকায়নসহ করনীতিসমূহ সময়োপযোগী করার পদক্ষেপ নিয়েছে। আগামী ১লা জুলাই ২০১৭ থেকে নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আধুনিক, তথ্য প্রযুক্তি-নির্ভর, সহজ, স্বচ্ছ ও ব্যবসা-বান্ধব এই নতুন মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। iVAS (Integrated VAT Administration System) এই আইনের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে রাজস্ব আহরণে সকল অংশীজনের যথাযথ ভূমিকা পালন নিশ্চিত করার পাশাপাশি রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনবে।

নতুন আইনের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীগণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উপকরণ কর রেয়াতের পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে, কর পরিশোধ ও হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি সহজ করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীগণ যাতে যথাযথভাবে ভ্যাট প্রদানে আগ্রহী হন সেজন্য সরকার তাদের স্বল্পমূল্যে ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ইসিআর) মেশিন সরবরাহ করার উদ্যোগ নিয়েছে। iVAS-এর সাথে সমন্বিত অন্যান্য কম্পিউটার সিস্টেম থেকে ভ্যাট কর্তৃপক্ষ যে কোন করদাতার করদায়িতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে পারবেন। এভাবে সরকারের প্রাপ্য ভ্যাট যথাযথভাবে সরকারের কোষাগারে যথাসময়ে, স্বচ্ছতার সাথে পরিশোধ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

আমি মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং iVAS-এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ ঃ ২৩.০৩.২০১৭ ইং।

বাণী

২০১২ সালে অনুমোদিত মূসক আইন পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের প্রস্তুতি হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে সমন্বিত সার্বিক মূসক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Integrated VAT Administration System-iVAS) চালু করা হচ্ছে জেনে আমি আমি আনন্দিত।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ রাজস্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সম্মানিত করদাতাগণ ভ্যাট, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, আয়কর ইত্যাদি খাতে কর পরিশোধ করে দেশের রাজস্বের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কর আইন ও পরিশোধ পদ্ধতির জটিলতার কারণে করদাতা ও কর আদায়কারীর মধ্যে পণ্যের শ্রেণী নির্ধারণ, করারোপযোগ্য মূল্য ও কর হার নিয়ে মতপার্থক্য এবং কর আদায় ও পরিশোধ নিয়ে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এ সকল কারণে বর্তমান সরকার রাজস্ব আহরণ পদ্ধতির বিচ্যুতিসমূহ দূর এবং কর ব্যবস্থাপনা গতিশীল করবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

মূসকের মূলনীতি সকল পণ্যের উপর অভিন্ন হার আরোপ, প্রস্তুতকারক বা বিপণনকারীর ঘোষিত মূল্যের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ, পৌন:পনিকতা পরিহার, রপ্তানি পণ্যকে কর হতে অব্যাহতি প্রদান। সামাজিক বিবেচনায় এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যের কারণে করহারের তারতম্য আবশ্যক হয়ে পড়ে। করহারের সংখ্যা এবং পূর্ণ বা আংশিক অব্যাহতি প্রাপ্ত উৎপাদন বা বিপণন যত বেশী হবে, মূসক ব্যবস্থাপনা তত জটিল হবে এবং কর আদায় ব্যবস্থা দুর্বল হবে। নতুন আইনে এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা পরিহারে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 'অপটিম্যাল ট্যাক্স সূত্র' হতে বাস্তব রাজস্ব ব্যবস্থার দূরত্ব যত কম হবে, রাজস্ব ব্যবস্থা তত বেশী কল্যাণমূলক এবং অভ্যন্তরীণ দক্ষতা সম্পন্ন হবে।

মূসক মূলত: ভোগের উপর আরোপিত কর। ভোগ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত : ভোগ্যপণ্য ও মূলধনী পণ্য উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। রপ্তানির উপর মূসক আরোপিত হয় না; উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বন্ডের মাধ্যমে অব্যাহতি দেয়া হয় অথবা রপ্তানির পর উৎপাদন পর্যায়ে আদায়কৃত মূসক ফেরৎ দেয়া হয়। প্রত্যার্পণ ব্যবস্থায় সুদ বাবদ উৎপাদন ব্যয় কিছু বেশী হয় এবং রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগি ক্ষমতা হ্রাস পায়।

করদাতার নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি, কর পরিশোধ, রিটার্ন দাখিল ইত্যাদি সকল কার্যক্রম অন-লাইনে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে এই সমন্বিত সার্বিক মূসক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Integrated VAT Administration System-iVAS) প্রবর্তন করা হচ্ছে। নতুন পদ্ধতিতে করদাতা ও কর আদায়কারীর মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগের প্রয়োজন কমবে এবং মূসক আইন প্রতিপালন সহজ হবে।

নতুন পদ্ধতির সুবিধাদি বাস্তবে পরিণত করবার জন্য করদাতা ও আদায়কারীর মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনে, তবে সেজন্য সুসঙ্গত প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাস এবং উভয়পক্ষের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্ম-প্রণোদনার পরিবর্তন দরকার।

(ড. মসিউর রহমান)

প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৯ চৈত্র ১৪২৩
২৩ মার্চ ২০১৭

বাণী

আগামী ১লা জুলাই ২০১৭ তারিখে নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়নের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের উদ্যোগে ভ্যাট অনলাইন ব্যবস্থার কোর সিস্টেম iVAS (Integrated VAT Administration System) আজ ২৩ মার্চ ২০১৭ থেকে কার্যকর হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে সুসংহত রাখতে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের বিকল্প নেই। একটি আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে উচ্চতর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার বদ্ধপরিকর। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একটি আধুনিক, সহজ, ব্যবসা-বান্ধব ও স্বচ্ছ ভ্যাট ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন ভ্যাট আইন অর্থাৎ 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। এই আইন বাস্তবায়নের পথে iVAS কার্যকরকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। iVAS-এর ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠবে নতুন ভ্যাট ব্যবস্থা।

তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই যুগে iVAS সম্মানিত করদাতাগণকে উপহার দিবে একটি হয়রানিমুক্ত রাজস্ব-বান্ধব পরিবেশ, বিনিময়ে স্বেচ্ছা-প্রতিপালনের মাধ্যমে সম্মানিত করদাতাগণ সমৃদ্ধ করবেন দেশের রাজস্ব ভান্ডার। ভ্যাট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণও তথ্য-প্রযুক্তির সুবিধা কাজে লাগিয়ে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আরো নিষ্ঠাবান হওয়ার প্রয়াস পাবেন।

সম্মানিত করদাতাগণের সার্বিক সহযোগিতা ও সময়মত যথাযথ পরিমাণ কর প্রদানের মাধ্যমেই ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবরূপ পাবে বলে মনে করি।

আমি নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন এবং iVAS-এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এম এ মান্নান, এম.পি

সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন)
ও
প্রকল্প পরিচালক, ভ্যাট অন লাইন প্রকল্প
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৯ চৈত্র ১৪২৩
২৩ মার্চ ২০১৭

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের উদ্যোগে ভ্যাট অনলাইন ব্যবস্থার কোর সিস্টেম iVAS (Integrated VAT Administration System) আজ ২৩ মার্চ ২০১৭ থেকে কার্যকর হচ্ছে, এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই উপলক্ষে আমি দেশের সম্মানিত করদাতাগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সেই সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ এ কাজে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের গুরুত্ব থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সৃষ্টি হয় ১৯৭২ সালে। কালের পরিক্রমায় তার রোপিত চারাগাছটি আজ মহীরুহের রূপ নিয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানটি আজ দেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্বের সিংহভাগের যোগান দিচ্ছে। বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক নির্দেশনা আর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় দেশের জিডিপি-রাজস্ব অনুপাত বর্তমানে প্রায় ১০.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ১৯৯১ সালে ছিল মাত্র ৫.৫৭ শতাংশ।

মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট অভ্যন্তরীণ রাজস্বের অন্যতম প্রধান উৎস। বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে ভ্যাট ব্যবস্থার প্রবর্তন হলেও বিভিন্নভাবে ভ্যাটের মূলনীতি থেকে বিচ্যুতির কারণে আশানুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। একটি প্রমিত ও আধুনিক ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ভ্যাটদাতা সেবা বৃদ্ধি ও রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। এ লক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ প্রণীত হয়েছে, যা ০১ জুলাই ২০১৭ তারিখ থেকে বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে।

নতুন ভ্যাট আইন একটি অন-লাইনভিত্তিক আধুনিক কর ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে iVAS, যা আজ ২৩ মার্চ ২০১৭ থেকে কার্যকর হচ্ছে। নিবন্ধন, হিসাবরক্ষণ, কর পরিশোধ, করদায়িতার বিবরণ বা রিটার্ন দাখিল, ইত্যাদি সব ধরণের কার্যক্রম iVAS-এর মাধ্যমে ঘরে বসেই সম্পন্ন করা যাবে। এছাড়াও, করদাতাগণ ভ্যাট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য বা সেবা iVAS-এর মাধ্যমেই পাবেন। অন্যদিকে ভ্যাট কর্তৃপক্ষ iVAS-এর সাথে সমন্বিত তথ্যভান্ডার ব্যবহার করে নিরীক্ষার মাধ্যমে করদায়িতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন। এভাবে পদ্ধতি সহজীকরণের ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভ্যাট প্রদানের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে, স্বেচ্ছা প্রতিপালন বৃদ্ধি পাবে, দেশের রাজস্ব ভান্ডারও সমৃদ্ধ হবে।

নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন এবং iVAS সার্বিকভাবে সফল হোক, এই কামনা করি।

মোঃ রেজাউল হাসান

ভ্যাট অনলাইনঃ নতুন যুগের সূচনা

বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা ১৯৯১ সনে চালু হয়। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা চালু করা তখন সামষ্টিক অর্থনীতির একটি বড় রকমের সংস্কার হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৯১ সনে মূসক (ভ্যাট) ব্যবস্থা প্রচলনের পর হতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে, সরকারি বাজেটে নিজস্ব অর্থায়নের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং আজকে পদ্মা সেতুর মতো বিশাল প্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের মতো আর্থিক সক্ষমতা সৃষ্টি হয়। রাজস্ব আহরণ বহুগুণে বাড়লেও তা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। ১৯৯১ সালের পর বিভিন্ন সময় নানান কারণে মূসক (ভ্যাট) ব্যবস্থায় অসংখ্য বিচ্যুতি প্রবেশ করেছে। তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান করতে যেয়ে বৃহৎ আর্থিক ব্যবস্থাপনা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৯১ সনের মূসক (ভ্যাট) আইনে এমন একটি পরিস্থিতি হয়েছে যেখানে অর্থনীতির সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও করের ভিত্তি প্রশস্ত (Tax base broadening) হচ্ছে না। ফলে প্রতিবছর অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রার কর আদায় করতে যেয়ে যারা কর দিচ্ছেন তাদের ওপর আরো করের বোঝা চাপানোর (Tax deepening) প্রবণতা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে সৎ করদাতাদের জন্য ব্যবসায় টিকে থাকা কষ্টকর হচ্ছে এবং উক্ত আইনটি ব্যবসায় ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এ ধরণের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে যেয়ে প্রতিবছর আইনে অসংখ্য পরিবর্তন করতে হচ্ছিল যা বিনিয়োগকারীগণকে নতুন করে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ বিনিয়োগকারীগণ বড় বিনিয়োগের পূর্বে একটি স্বচ্ছ এবং আন্তর্জাতিক মানের কর ব্যবস্থার আওতায় বিনিয়োগের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চান।

এমন প্রেক্ষাপটে সরকার ২০১০ সালে নতুন ব্যবসা-বান্ধব এবং রাজস্ব-বান্ধব একটি সেবাধর্মী মূসক (ভ্যাট) প্রশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেবাধর্মী মূসক (ভ্যাট) প্রশাসন গঠনের অংশ হিসেবে প্রথমে নতুন একটি ব্যবসা-বান্ধব আইন তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়। এরই অংশ হিসেবে ২০১২ সনে মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক **মূল্য সংযোজন ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২** প্রণীত হয়।

নতুন সেবাধর্মী মূসক (ভ্যাট) প্রশাসন বিনির্মাণের লক্ষ্যে শুরুতেই নতুন মূসক (ভ্যাট) প্রশাসনের কৌশলগত ঘোষণা গ্রহণ করা হয়। তার প্রধান উপাদান হলো নীতিবাক্য (Slogan), ভিশন ও কৌশলগত উদ্দেশ্য।

স্লোগানঃ *We work together to build our Nation*

ভিশনঃ We will uphold the integrity of our tax system by providing unparallel professional service to earn and preserve public trust and collect the revenue to help build our Nation

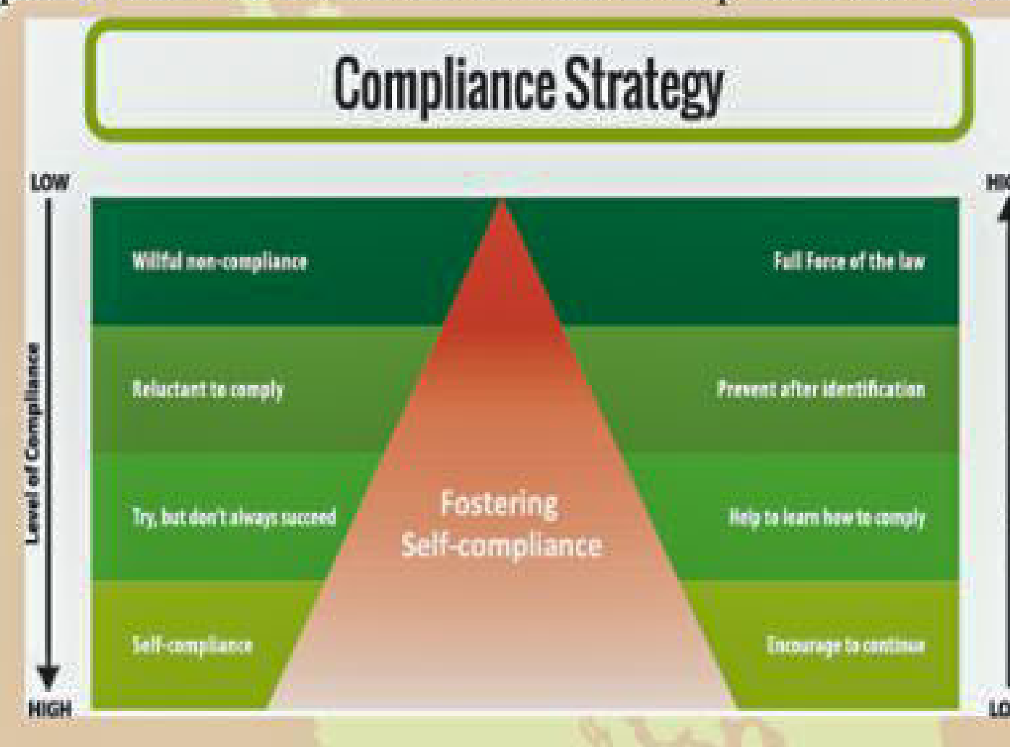

কৌশলগত উদ্দেশ্যঃ

- অপ্রতিপালক করদাতার সংখ্যা হ্রাস এবং প্রতিপালক করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বেচ্ছা প্রতিপালন বৃদ্ধি করা
- ভ্যাট-জিডিপি অনুপাত ৪.৭ শতাংশে বৃদ্ধি করা
- কর ব্যবধান হ্রাস করা
- স্বচ্ছ, দক্ষ, কার্যকর ও দ্রুত সেবা প্রদানের মাধ্যমে করদাতার ব্যবসা পরিচালনা সহজতর করা
- কর মামলা ব্যাপকভাবে হ্রাস করা
- বকেয়া আদায় বৃদ্ধি করা
- কর ফেরতের আবেদন নিষ্পত্তি বৃদ্ধি করা
- অযাচিত অব্যাহতি বা একাধিক হ্রাসকৃত হার পরিহার করে ভ্যাট চেইনকে কার্যকর করা
- বিজ্ঞান-ভিত্তিক রাজস্ব হিসাব ব্যবস্থা ও প্রতিবেদন ব্যবস্থার প্রচলন
- যথাযথ প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনার মাধ্যমে দক্ষ ও নিবেদিত জনবল তৈরি করা।

মৌলিক বৈশিষ্ট্যঃ

- সম্প্রসারিত কর-ভিত্তি
- প্রতিপালনকারী (compliant) করদাতার জন্য প্রণোদনামূলক এবং অপ্রতিপালনকারী (non-compliant) করদাতার জন্য কঠোর নজরদারীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ
- ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ ব্যবসায়ের খরচ হ্রাসকরণ
- প্রকৃত বিক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ
- সহজ হিসাব পদ্ধতি, ব্যবসায়ের নিয়মিত হিসাবকেই মূসক নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ
- হিসাব-ভিত্তিক নিবন্ধন, একটি কোম্পানির জন্য একটি নিবন্ধন ব্যবস্থার প্রচলন
- রেয়াতের ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃতকরণ এবং রেয়াত গ্রহণ পদ্ধতি সহজীকরণ
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাত (এসএমই) কে উৎসাহিত করা
- ব্যবস্থাটি অনলাইন-ভিত্তিক হলেও ছোট ছোট করদাতাদের সুবিধার্থে সনাতন পদ্ধতিও সমান্তরালভাবে অব্যাহত রাখা নিশ্চিতকরণ
- আগাম কর পরিশোধ ব্যবস্থার বিলোপ সাধন, এবং
- করমেয়াদ শেষে হিসাব করে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র পেশের পূর্বে প্রদেয় কর পরিশোধের সুযোগ সৃষ্টিকরণ

নতুন ভ্যাটের সুবিধাঃ

- অনলাইন ভিত্তিক কর ব্যবস্থা
- শতভাগ স্বনির্ধারণী কর ব্যবস্থা
- কর রেয়াতের পরিধি বিস্তৃত ও সহজ
- প্রতিপালনকারী (compliant) করদাতার করভার কমবে
- ব্যবসায়ের খরচ কমবে
- মূল্য ঘোষণার পরিবর্তে প্রকৃত সরবরাহ মূল্যের ভিত্তিতে মূসক (ভ্যাট) হিসাব করতে হবে
- সহজ হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি
- সহজতর রিফান্ড পদ্ধতি
- বকেয়াভিত্তিক কর পরিশোধ
- শুনানির ক্ষেত্র ব্যতীত কোনো কারণেই করদাতাকে ভ্যাট অফিসে যেতে হবে না
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে আইনে বিধান সন্নিবেশ

ভ্যাট অনলাইন সেবাঃ

- ই-লার্নিং সিস্টেম (www.nbrelearning.gov.bd) হতে ভ্যাট সংক্রান্ত সকল বিষয় জানা যাবে এবং সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে
- ভ্যাট অনলাইন কন্টাক্ট সেন্টার ১৬৫৫৫ এ ফোন করে ভ্যাট সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য জানা যাবে
- দেশব্যাপী বিস্তৃত ১২টি ভ্যাট অনলাইন সেবা কেন্দ্র হতে সব ধরণের সহায়তা পাওয়া যাবে
- এনবিআর এর নতুন ওয়েসাইট (www.nbr.gov.bd) হতে ভ্যাট সংক্রান্ত সকল তথ্য পাওয়া যাবে
- এনবিআর এর নতুন ওয়েসাইট (www.nbr.gov.bd) এ করদাতার ব্যবসায় সনাক্তকরণ নম্বর (বিআইএন) দিয়ে সার্চ করে যেকোনো করদাতার সাধারণ তথ্য জানা যাবে
- কাগুজে দাখিলপত্র নিরুৎসাহিত করা হলেও কোনো করদাতা চাইলে তা করতে পারবেন। সেক্ষত্রে এনবিআর-এর সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার (সিপিসি)-তে তা ডিজিটাইজ করে ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমে প্রবেশ করানো হবে
- ভ্যাট অনলাইন পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে ভ্যাট প্রশাসন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হতে একটি সেবা প্রদানকারী সংস্থায় পরিণত হবে।

নতুন ধারণাঃ

I am a smart VAT Trustee

ভ্যাট একটি ভোক্তা কর, অর্থাৎ আপামর জনগণ কোনো কিছু ভোগের উদ্দেশ্যে ক্রয়ের সময় ভ্যাট পরিশোধ করেন। ভোক্তাই ভ্যাটের প্রাণ। ব্যবসায়ীগণ ভোক্তার নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে মূসকের (ভ্যাটের) টাকা জমা প্রদান করে থাকেন। সে কারণে আইনে তাদেরকে "করদাতা" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ব্যবসায়ীকে আইনে "করদাতা" বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ভ্যাটের জিম্মাদার। তারা ক্রেতার কাছ থেকে আদায়কৃত ভ্যাটের গর্বিত ট্রাস্টি। এ কারণে নতুন ভ্যাট প্রশাসনে ব্যবসায়ীকে **ভ্যাট ট্রাস্টি** হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

I AM VAT SMART

আবার জনগণ এখন বুঝতে শুরু করেছেন যে, ভ্যাট আসলে তারাই দেন। ফলে তারা কেনা-কাটার সময় ব্যবসায়ীর নিকট হতে ভ্যাটের চালান বুঝে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিক্রেতার নিকট চালান চান। চালান নিলেই তার প্রদত্ত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা হবে - তিনি এখন সেটি জানেন। জনগণের মধ্যে ভ্যাট বিষয়ে অনেক সচেতনতা তৈরি হয়েছে। তারা এখন ভ্যাট বিষয়ে অনেক স্মার্ট হয়েছেন। এ কারণে তাদের **ভ্যাট স্মার্ট** হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৯ চৈত্র ১৪২৩
২৩ মার্চ ২০১৭

বাণী

ভ্যাট অনলাইন ব্যবস্থার কোর সিস্টেম iVAS (Integrated VAT Administration System) কার্যকর হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের সম্মানিত করদাতাগণসহ রাজস্ব আহরণ ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ রাজস্বের ভূমিকা উপলব্ধি করে ১৯৭২ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন। আমাদের সরকার সমৃদ্ধ রাজস্বভাণ্ডার তৈরির সুবিধার্থে বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে শক্তিশালী করতে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তথ্য-প্রযুক্তি বিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা দেশের রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এতে রাজস্ব প্রদান ও রাজস্ব আহরণ উভয় কার্যক্রমই সহজ ও সরল হয়েছে। ক্রমান্বয়ে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমগ্র কর ব্যবস্থাপনাকে তথ্য-প্রযুক্তির আওতায় আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তণের মাধ্যমে অধিকতর করদাতা-বান্ধব ও ব্যবসা-বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ব্যবসা ও বিনিয়োগে প্রণোদনা প্রদানের পাশাপাশি কাঙ্খিত পরিমাণ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ রাজস্ব ভাণ্ডার তৈরির লক্ষ্য অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভ্যাট অন-লাইন প্রকল্পের iVAS (Integrated VAT Administration System) কার্যকর করার মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজনদের সমন্বিত একটি ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। ফলে, করদাতাগণের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে। ব্যবসা পরিচালনায় গতির সঞ্চার হবে এবং সরকারের যথাযথ কর আহরণও নিশ্চিত হবে। আমি আশা করি, কর পরিশোধ পদ্ধতি সহজীকরণের মাধ্যমে করদাতাদের স্বেচ্ছা-প্রতিপালন বৃদ্ধি পাবে। এভাবে করদাতাদের স্বতঃস্ফূর্ত অবদানে দেশের করভান্ডার সমৃদ্ধ হবে, সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

আসুন, সবাই মিলে সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলি।

আমি 'ভ্যাট অন-লাইন প্রকল্প' এবং iVAS (Integrated VAT Administration System)- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৯ চৈত্র ১৪২৩
২৩ মার্চ ২০১৭

বাণী

সরকার ১ জুলাই ২০১৭ তারিখ থেকে নতুন ভ্যাট আইন বা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ভ্যাট অনলাইন ব্যবস্থার কোর সিস্টেম iVAS (Integrated VAT Administration System) ২৩ মার্চ ২০১৭ থেকে চালু হচ্ছে। এ উপলক্ষে দেশের সম্মানিত করদাতাগণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের স্বপ্ন এখন আমরা বাস্তবায়ন করছি তাঁরই সুযোগ্যা কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 'রূপকল্প ২০২১' ও 'রূপকল্প ২০৪১' এর মাধ্যমে। তাঁর সুচিন্তিত নির্দেশনায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে সবার দৃষ্টি কেড়েছে।

উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রেখে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অভ্যন্তরীণ রাজস্বের বিকল্প নেই। মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট অভ্যন্তরীণ রাজস্বের অন্যতম উৎস। বর্তমান সরকারের আমলে দেশে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যাপক বিনিয়োগের ক্ষেত্র গড়ে ওঠার কারণে মূল্য সংযোজন কর খাতে আদায়ের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন এবং বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রকৃতির পরিবর্তনের কারণে রাজস্ব নীতি ও প্রশাসনে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এ সংস্কারের অংশ হিসেবে নতুন ভ্যাট আইনের সফল বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তথা অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সরকারের এ দু'টি বিভাগ ঘনিষ্ঠ অংশীদার হিসেবে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একসাথে কাজ করে আসছে। এ সম্পর্ক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সাম্প্রতিক সময়ে অনুসৃত 'সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা'-এর অন্যতম উপাদান 'Partnership'-এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক নির্দেশনায় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য দু'টি মন্ত্রণালয়/বিভাগই বদ্ধপরিকর। নতুন ভ্যাট আইনের সফল বাস্তবায়ন একটি ব্যবসা-বান্ধব, বিনিয়োগ-বান্ধব এবং সর্বোপরি আধুনিক রাজস্ব ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান Partnership-কে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করি।

সরকার তথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

তোফায়েল আহমেদ, এমপি

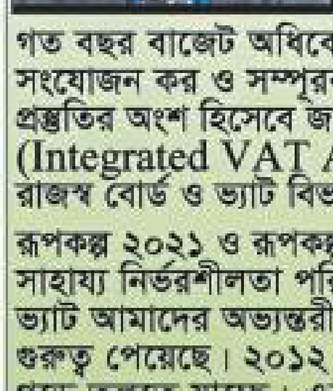

সভাপতি
অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
৯ চৈত্র ১৪২৩
২৩ মার্চ ২০১৭

বাণী

গত বছর বাজেট অধিবেশনকালে ব্যবসায়ীদের দাবীর প্রেক্ষিতে মহান জাতীয় সংসদে আলোচনার মাধ্যমে অনলাইনভিত্তিক নতুন ভ্যাট আইন বা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ বাস্তবায়নের তারিখ এক বছর পিছিয়ে ১লা জুলাই ২০১৭ নির্ধারিত হয়। নতুন আইন বাস্তবায়নের বিভিন্ন প্রস্তুতির অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের উদ্যোগে আজ ২৩ মার্চ ২০১৭ থেকে ভ্যাট অনলাইন ব্যবস্থার কোর সিস্টেম iVAS (Integrated VAT Administration System) চালু হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই উপলক্ষে আমি দেশের সম্মানিত করদাতাগণ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বে উন্নত রাষ্ট্রের পর্যায়ে আসীন করার জন্য বর্তমান সরকার বদ্ধ পরিকর। বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা পরিহার করে নিজস্ব সম্পদের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের বিকল্প নেই। মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজস্বের অন্যতম প্রধান খাত। তাই সরকার গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচীর মধ্যে আইন ও রাজস্ব প্রশাসনের সংস্কার বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ২০১২ সালে প্রবর্তিত নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইনের মাধ্যমে সরকার আধুনিক ও তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ভ্যাট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে যাচ্ছে। এর ফলে বর্তমানে ভ্যাট ব্যবস্থায় বিরাজমান বিভিন্ন অসঙ্গতি দূর করে ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি সহজতর করা সম্ভব হবে এবং ভ্যাট আহরণে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

নতুন ভ্যাট আইনের আওতায় iVAS (Integrated VAT Administration System) সরকারের এ লক্ষ্য পূরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। কর পরিশোধ পদ্ধতির জটিলতা নিরসনের মাধ্যমে করদাতাদের ভ্যাট প্রদানে উৎসাহিত করার পাশাপাশি সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারের যথাযথ কর আহরণ iVAS নিশ্চিত করবে।

আমি নতুন ভ্যাট আইন এবং iVAS (Integrated VAT Administration System)-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক এমপি

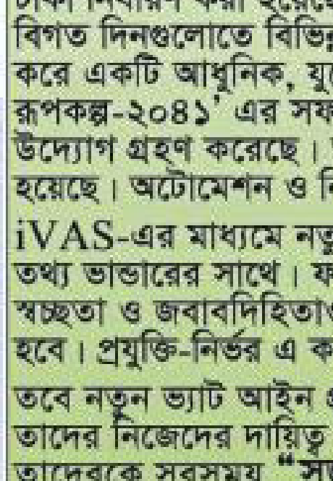

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৯ চৈত্র ১৪২৩
২৩ মার্চ ২০১৭

বাণী

সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে আগামী ১ জুলাই ২০১৭ তারিখ থেকে নতুন ভ্যাট আইন অর্থাৎ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর হবে। অনলাইনভিত্তিক এ আইন বাস্তবায়নের বিভিন্ন প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আজ ২৩ মার্চ ২০১৭ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের উদ্যোগে ভ্যাট অনলাইন ব্যবস্থার কোর সিস্টেম iVAS (Integrated VAT Administration System) কার্যকর হচ্ছে। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল সম্মানিত করদাতা এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ এ কাজে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়নের জন্যে সারাদেশে সম্মানিত করদাতা ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের নিয়ে আমরা রাজস্ব সংলাপ ও নানাবিধ সচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করছি। iVAS কার্যকর করার মাধ্যমে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড 'Digital NBR' গঠনের পথে আরেকটি মাইলফলক অতিক্রম করলো। বিশ্বব্যাপী অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সোনার বাংলা তথা স্বাবলম্বী বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা দূরদর্শী নেতা বঙ্গবন্ধু অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহকে অগ্রাধিকার দিয়ে ১৯৭২ সালেই রাষ্ট্রপতির ৭৬ নম্বর আদেশ বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথাতেও তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, 'আমরা স্বাবলম্বী হব, সকলে কর দেব'। এ মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্বের প্রায় ৮৬ শতাংশ আহরণের গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে।

'রাজস্ব উন্নয়নের অক্সিজেন', অন্যভাবে বলা যায় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে সমৃদ্ধ রাজস্ব ভান্ডার। ১৯৯১ সালে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট ব্যবস্থা চালুর পর বর্তমানে তা দেশের রাজস্বের অন্যতম উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ২ লক্ষ ৩ হাজার ১৫২ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ভ্যাটের লক্ষ্যমাত্রা ৭৪,১১৪ (চুয়াত্তর হাজার এক শত চৌদ্দ) কোটি টাকা, যা মোট রাজস্বের ৩৬.৪৮ শতাংশ। কিন্তু বিগত দিনগুলোতে বিভিন্ন বিচ্যুতির কারণে ভ্যাট তার পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হতে পারে নি। তাই সুশাসন ও উন্নততর আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি আধুনিক, যুগোপযোগী, স্ব-নির্ধারণী এবং স্বেচ্ছা-প্রতিপালনীয় ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সরকারের 'রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১' এর সফল বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের লক্ষ্যে ভ্যাট ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের জন্য সরকার নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ভ্যাট ব্যবস্থার সংস্কারের অংশ হিসেবে নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। অটোমেশন ও নিরীক্ষাধর্মী এ আইন এর অবিচ্ছেদ্য অংশ iVAS আজ থেকে কার্যকর হচ্ছে।

iVAS-এর মাধ্যমে নতুন ভ্যাট ব্যবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকবে অন্যান্য অংশীজনদের (যেমন- শুল্ক, আয়কর, ব্যাংক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইত্যাদির) তথ্য ভান্ডারের সাথে। ফলে, সম্মানিত করদাতাদের জন্য কর পরিশোধের পদ্ধতি যেমন আরো সহজ ও দ্রুততর হবে, তেমনি ভ্যাট কর্মকর্তাদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ভ্যাট সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবাও iVAS-এর মাধ্যমে সম্মানিত করদাতাদের কাছে পৌঁছানো সহজতর হবে। প্রযুক্তি-নির্ভর এ কর ব্যবস্থা করদাতা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

তবে নতুন ভ্যাট আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে ভ্যাট কর্মকর্তাদের অংশীজনদের সাথে সদ্ভাব রেখে **"সক্রিয়"** থাকতে হবে। তাদের নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, অংশীজনদের মতামত এবং ব্যবসা, শিল্প ও বিনিয়োগকারীদের চাহিদার বিষয়ে **"সচেতন"** থাকতে হবে। সেই সাথে তাদেরকে সবসময় **"সজাগ"** থাকতে হবে যাতে কেউ রাজস্ব ফাঁকি দিতে না পারে, বা তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার করে রাজস্ব পরিহার বা অপপ্রচার চালাতে না পারে, বা কেউ যেন অহেতুক হয়রানির শিকার না হয়।

আমাদের সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর আওতায় 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' নীতির প্রয়োগ, সকল প্রকার দুর্নীতি, হয়রানি, অসদাচরণ ও বিশৃংখলার বিরুদ্ধে গৃহীত 'জিরো টলারেন্স' নীতি, সম্মানিত করদাতাগণের সমন্বিত প্রচেষ্টা, অংশীজনদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ তথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে কোন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সম্মানিত করদাতাগণের জন্য সেবাধর্মী এবং জবাবদিহিতামূলক একটি শক্তিশালী আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াসে iVAS-এর সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ নজিবুর রহমান

সভাপতি
এফবিসিসিআই

৯ চৈত্র ১৪২৩
২৩ মার্চ ২০১৭

বাণী

নতুন ভ্যাট আইন বা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ প্রবর্তনের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তুতির অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ভ্যাট অনলাইন ব্যবস্থার কোর সিস্টেম iVAS (Integrated VAT Administration System) আজ ২৩ মার্চ ২০১৭ থেকে কার্যকর করার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এই উপলক্ষে আমি দেশের সম্মানিত করদাতাগণসহ ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই-এর সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও বিনিয়োগ ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে এফবিসিসিআই জন্মলগ্ন থেকেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও এফবিসিসিআই-এর যৌক্তিক পরামর্শসমূহ যথাসম্ভব মূল্যায়ন করছে। তবে এখনও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা সরকারের বিবেচনাধীন। আশা করছি অবিলম্বে সেগুলির সুরাহা হবে।

বিগত কয়েক দশকে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের সাথে বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারায়ও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার কর নীতির সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অনলাইনভিত্তিক এ কর ব্যবস্থা কর প্রদানকারীদের জন্য একটি দূর্নীতি ও হয়রানিমুক্ত ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ উপহার দিতে সক্ষম হবে বলে আশা করি। দেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্বের অন্যতম প্রধান উৎস মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাটের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর নতুন আইন প্রবর্তনসহ রাজস্ব প্রশাসনের সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সাধুবাদ জানাই।

নতুন আইন প্রবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতোমধ্যেই অনেক সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ইত্যাদির আয়োজন করেছে। কিন্তু যারা এ অনলাইন ব্যবস্থার মূল সুবিধাভোগী অর্থাৎ করদাতারা কবে এ ব্যবস্থায় আরও স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারেন সে লক্ষ্যে তাদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আরও বৃদ্ধি করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ করছি। এ বিষয়ে এফবিসিসিআই-এর সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন এবং iVAS সার্বিকভাবে সফল হোক, এই কামনা করি।

আব্দুল মাতলুব আহ্‌মাদ

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় ঃ ধারা এ্যাড